গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট
৩৪২/১, সেগুন বাগিচা
ঢাকা।

নথি নং-৫(১৩)৩৪/কাস-বিবিধ/২০০৩/১০০৪০(১২) তারিখ: ০৯/০৬/২০০৪ ইং

বিষয়: ০৩.০৬.২০০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বিজিএমইএ এবং কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটের যৌথ সভার কার্যবিবরণীঃ

বিগত ০৩.০৬.২০০৩ তারিখ সকাল ১১.৩০ টায় বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) এর নেতৃবৃন্দ ও কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটের কর্মকর্তাবৃন্দের একটি যৌথ সভা কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, সদর দপ্তর, ঢাকার সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট, ঢাকা উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিত ব্যক্তি ও কর্মকর্তাদের তালিকা পরিশিষ্ট-'ক' এ দ্রষ্টব্য।

উক্ত সভায় আলোচিত বিষয় ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপঃ

০১। আলোচ্য বিষয়ঃ

বন্ড লাইসেন্স স্থগিতকরণ প্রসংগেঃ

সভায় বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দ উল্লেখ করেন যে, নিম্নবর্ণিত কারণে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট থেকে বন্ড লাইসেন্স স্থগিত করা হচ্ছেঃ

(১) যে সকল পোষাক শিল্প প্রতিষ্ঠান সরাসরি রপ্তানি কার্যে নিয়োজিত নেই, তাদের বন্ড লাইসেন্স স্থগিত করা হচ্ছে;

কোন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান সাময়িকভাবে কার্যক্রম বন্ধ রেখেছে। তবে বন্ড লাইসেন্স নবায়িত রয়েছে এবং মাঝে মাঝে সাব-কন্ট্রাক্ট এর কাজ করছে তাদের বন্ড লাইসেন্সও স্থগিত হচ্ছে; সকল প্রতিষ্ঠান সব সময় অর্ডার গ্রহণ করতে পারে না। অনেক অনেক নতুন পোষাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যোগাযোগের অভাবে ঋণপত্র লাভ করতে সময়ের প্রয়োজন হয়। ফলে Sub contract এর মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। Sub contract এর কারখানাও রপ্তানিতে প্রচ্ছন্নভাবে সহায়তা করছে। Sub contract বন্ধ করা হলে গার্মেন্টস শিল্প মুখ থুবড়ে পড়বে বলে বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দ আশংকা প্রকাশ করেন।

(২) অডিটের কাগজপত্র দাখিল না করার জন্য ২/৩ বার নোটিশ প্রদানের পর বন্ড লাইসেন্স স্থগিত করা হচ্ছে; বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দ এ প্রসংগে চলমান কারখানার ক্ষেত্রে ৩(তিন) বৎসরের নিরীক্ষা বাকী থাকলেও বন্ড লাইসেন্স স্থগিত না করে কার্যক্রম চালু রাখার জন্য ৩(তিন) মাস মেয়াদী প্রত্যয়ণপত্র প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন।

(৩) বন্ড লাইসেন্স স্থগিত করার সংগে রপ্তানিও বন্ধ করা হচ্ছে; পূর্বে রপ্তানি বজায় রাখার অনুমতি দেয়া থাকতো।

আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

(১) সাব-কন্ট্রাক্টঃ আলোচনায় জানা যায় যে, সাম্প্রতিক সময়ে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট এর চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে কেবল সাব-কন্ট্রাক্ট এর কার্যক্রম পরিচালনাকারী গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানের বন্ড লাইসেন্স কেন বাতিল করা হবে না মর্মে কারণ দর্শাও নোটিশ জারী করা হয়েছে। বন্ড কমিশনারেটের কর্মকর্তাগণ জানান যে, এ ব্যাপারে বোর্ডের দিক নির্দেশনা চেয়ে পত্র দেয়া হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের দিক নির্দেশনা না পাওয়া পর্যন্ত যে সকল প্রতিষ্ঠান সরাসরি রপ্তানি কাজে নিয়োজিত নেই অর্থাৎ যারা কেবল Sub contract এর কাজ করছে তাদের লাইসেন্স স্থগিতাদে সংক্রান্ত SCN জারী বন্ধ থাকবে।

(২) নিরীক্ষা বাকী থাকলেও ৩(তিন) মাস মেয়াদী প্রত্যয়ণপত্র প্রদানঃ কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট কর্তৃপক্ষ সভায় জানান যে, চলমান কারখানার ক্ষেত্রে ৩(তিন) বৎসরের নিরীক্ষা অনিষ্পন্ন থাকলে ৩ (তিন) মাসের জেনারেল প্রত্যয়ণপত্র ইস্যুর কোন আবকাশ নেই। তবে বিজিএমইএ যদি কোন প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যতে উদ্ভূত দায-দেনা (Risk and Liability) বন্ডার বহন করবেন মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করে, তবে বন্ড কমিশনারেট উক্ত নিশ্চয়তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১-৩ মাসের জেনারেল প্রত্যয়ণপত্রের বিষয়ে বিবেচনা করতে পারে। তবে

এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে দুই মাসের মধ্যে অডিট সম্পন্ন করিয়ে নেয়ার অংগীকার করতে হবে।

সিদ্ধান্তঃ কোন চলমান প্রতিষ্ঠানের তিন বছরের নিরীক্ষা অনিষ্পন্ন থাকা অবস্থায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যতে উদ্ভূত দায-দেনা (Risk and Liability) বন্ডার বহন করবে এ মর্মে বিজিএমইএ কর্তৃক প্রদত্ত নিশ্চয়তা এবং দুই মাসের মধ্যে হালনাগাদ অডিট সম্পন্ন করবেন মর্মে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অংগীকারনামা গ্রহণ সাপেক্ষে রপ্তানীর স্বার্থে ১-৩ মাসের জেনারেল প্রত্যয়ণ পত্রের বিষয় বিবেচনা করা হবে।

(৩) <u>বন্ড লাইসেন্স স্থগিতাদেশ জারী হলেও রপ্তানীর সুযোগ বহাল থাকবেঃ</u> কমিশনার মহোদয় বলেন যে, বন্ড কমিশনারেট হতে জারীকৃত বন্ড লাইসেন্স স্থগিতাদেশ বহাল থাকা অবস্থায় কোন চালু প্রতিষ্ঠানের রপ্তানীর সুযোগ অব্যাহত থাকবে মর্মে এ দপ্তর কর্তৃক নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের (লাইসেন্স স্থগিতকৃত) বন্ড কমিশনারেট আবেদন করার কোন প্রয়োজন নেই। এখন থেকে বন্ড লাইসেন্সের স্থগিতাদেশে "রপ্তানীর সুযোগ অব্যাহত থাকবে" মর্মে উল্লেখ করা হবে।

সিদ্ধান্তঃ বন্ড লাইসেন্স স্থগিত করা হলেও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান চালু থাকা সাপেক্ষে তাঁদের শুধুমাত্র রপ্তানী কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

০২। আলোচ্য বিষয়ঃ

<u>নিরীক্ষায় এক্সেসরিজের হিসাব প্রসংগেঃ</u>

আলোচনাঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ১৯.১০.২০০৩ ইং তারিখের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০০৩ সাল পর্যন্ত অডিটে এক্সেসরিজের হিসাবে কোন গরমিল পাওয়া গেলে তা নিষ্পত্তির জন্য বোর্ড কর্তৃক গঠিত কমিটিতে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল; কিন্তু বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দ উল্লেখ করেন যে চট্টগ্রাম আঞ্চলিক দপ্তর নিরীক্ষায় এক্সেসরিজের ব্যবহারে অনিয়মের জন্য জরিমানা করছে। আলোচনায় আরো জানা যায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ১৯.১০.২০০৩ ইং তারিখের সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ২০০৩ইং পর্যন্ত নিরীক্ষায় এক্সেসরিজের হিসাবে যদি অসামঞ্জস্যতা পাওয়া যায়, তবে তা বোর্ডে পাঠাতে হবে এবং বোর্ড একটি কমিটি করে তা Review করবে।

সিদ্ধান্তঃ ২০০৩ সাল পর্যন্ত এক্সেসরিজের হিসাবে কোন গরমিল পরিলক্ষিত হলে সে বিষয়ে বোর্ডকে অবহিত করতে হবে।

০৩। আলোচ্য বিষয়ঃ

রপ্তানী ঋণপত্রের বিপরীতে মারজিন না থাকলে ঐ রপ্তানী ঋণপত্রের বিপরীতে প্রয়োজনীয় এক্সেসরিজ অন্য রপ্তানী ঋণপত্র ও ইউডিতে সংস্থান করা প্রসংগেঃ

আলোচনাঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ মতে কোন রপ্তানী ঋণপত্রের বিপরীতে মারজিন না থাকলে ঐ রপ্তানী ঋণপত্রের বিপরীতে প্রয়োজনীয় এক্সেসরিজ অন্য রপ্তানী ঋণপত্র ও ইউডিতে সংস্থান করার সুযোগ আছে।

সিদ্ধান্তঃ এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে অনুষ্ঠিত ২২.৪.২০১১ তারিখের সভার কার্যবিবরণীটি সভায় আলোচিত হয়। উক্ত সভা এবং বর্তমান আমদানী নীতির অনুচ্ছেদ ২৪.৭.১৫.১ এ উল্লেখ রয়েছে যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের দিক নির্দেশনা ও আমদানী নীতি আদেশ ২০০৩-২০০৬ এর অনুচ্ছেদ ২৭.৪.১৫.১ এর আলোকে কোন ঋণপত্রের বিপরীতে কার্টন ও এক্সেসরিজের আমদানী মূল্য পরিশোধ করা সম্ভব না হলে অন্য অনধিক ৭(সাত)টি ঋণপত্রের বিপরীতে উক্ত মূল্য সমন্বয় করা যাবে।

০৪। আলোচ্য বিষয়ঃ

শর্ট শিপমেন্ট, তৈরী পোষাকের স্টকলট এবং ফেব্রিক্স স্টকলটের ক্ষেত্রে এক্সেসরিজ Wastages হিসেবে বিবেচনা করা ।

আলোচনাঃ এটি সম্পূর্ণভাবে আইনগত/নীতিগত (Policy) বিষয় বিধায় এই সভায় এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয় মর্মে সভায় ঐকমত্য হয়।

সিদ্ধান্তঃ বিষয়টি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে উত্থাপন করা যেতে পারে বলে সবাই মত প্রকাশ করেন।

০৪(ক)।আলোচ্য বিষয়ঃ

জেনারেল বন্ড জারীতে দীর্ঘ সুত্রীতা এবং প্রত্যয়ণ পত্র জারীঃ

আলোচনাঃ বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দ উল্লেখ করেন যে, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট থেকে জেনারেল বন্ড/প্রত্যয়ণপত্র জারীর ক্ষেত্রে বিলম্ব হচ্ছে। তাঁরা উল্লেখ করেন যে, এক্সেসরিজের হিসাব দাখিল না

করায় নিরীক্ষা অনুমোদিত হচ্ছে না- যার ফলে জেনারেল বন্ডও জারী করা হচ্ছে না। তারা আরো উল্লেখ করেন যে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মালিকানা পরিবর্তন (আংশিক পরিবর্তন), কারখানা স্থানান্তর, লিয়েন ব্যাংক পরিবর্তন ইত্যাদির ক্ষেত্রে শাখা থেকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের গত ১/২ বৎসরের দায়-দেনা নিরূপণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে- ফলে এ সকল বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনে বিলম্ব হচ্ছে। অনেক জেনারেল বন্ড ২(দুই) বছর মেয়াদে প্রদান করে জারী করা হয়েছে। ইহা ৩(তিন) বছর বহাল থাকবে মর্মে বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দ একটি বিজ্ঞপ্তি জারীর প্রস্তাব করেন। নেতৃবৃন্দ নিরীক্ষা প্রক্রিয়াধীন থাকা অবস্থায় অন্তর্বতীকালীন সময়ের জন্য তিন মাস মেয়াদী জেনারেল প্রত্যয়ণপত্রের স্থলে ৬(ছয়) মাস মেয়াদী প্রত্যয়ণপত্র ইস্যুর প্রস্তাব করেন।

সিদ্ধান্তঃ উল্লিখিত বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

(১) নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে এক্সেসরিজের হিসাবসহ ফেব্রিক্স এর আমদানী রপ্তানী বিবরণী দাখিল করতে হবে। স্থানীয়ভাবে নগদ অর্থে ক্রয়কৃত এক্সেসরিজের হিসাব নিরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত হবে না। শুধুমাত্র পলিথিন ব্যাগ, কার্টন, নেকবোর্ড, ব্যাক বোর্ড, হ্যাংগার এবং সুতা এই ৬(ছয়)টি আনুষাঙ্গিক দ্রব্য নিরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত থাকবে; তবে নিরীক্ষায় এক্সেসরিজের হিসাবে অসামঞ্জস্যতা থাকলে তা বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বোর্ড কর্তৃক গঠিত কমিটিতে প্রেরণ করতে হবে। তবে এ কারণে আমদানী রপ্তানী কার্যক্রম ব্যাহত হবে না।

(২) লিয়েন ব্যাংক পরিবর্তন/সংযোজন এবং কারখানা স্থানান্তর ও মালিকানা আংশিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিগত বৎসরের দায়-দেনা নিরূপনের প্রয়োজন নেই;

(৩) ২(দুই) বছর মেয়াদী জেনারেল বন্ডের ক্ষেত্রে Case to Case এ বিজিএমইএ এর সুপারিশের ভিত্তিতে এবং স্ট্যাম্পে বন্ডারের স্বাক্ষরসহ মেয়াদ বৃদ্ধি করা হলে অবশিষ্ট সময়ের (Rest Period) জন্য নতুন/সংশোধিত জেনারেল বন্ড দেয়া যাবে। তবে সে ক্ষেত্রে মূল (Original) বন্ডসহ কমিশনার, কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট বরাবরে আবেদন করতে হবে;

(৪) ৬(ছয়) মাস মেয়াদী জেনারেল প্রত্যয়নপত্র বিবেচনার এখতিয়ার এ দপ্তরের নেই। তবে ৩(তিন) মাস মেয়াদী জেনারেল প্রত্যয়ণপত্রের জন্য বিবেচিত হলে তার পরিবর্তে ৩(তিন) মাসের জেনারেল বন্ড প্রদান করা যাবে।

০৫। আলোচ্য বিষয়ঃ

<u>পুরাতন নথি ধ্বংসকরণ</u>।

আলোচনাঃ বিজিএমইএ-তে পুরাতন নথির স্থান সংকুলান করা যাচ্ছে না মর্মে নেতৃবৃন্দ উল্লেখ করেন। তারা জানান যে, বিজিএমইএ হতে এ বিষয়ে দুইবার তালিকা প্রেরণ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি এ বিষয়ে কোন ছাড়পত্র জারী করা হয়নি। ইহা ত্বরান্বিত করা বাঞ্ছনীয় হবে মর্মে তাঁরা মত প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(১) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ নিরীক্ষা সম্পন্ন থাকলে এবং নথি ধ্বংসকরণ আইন এ দুই এর সমন্বয় করে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে;

(২) কোন প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা হালনাগাদ থাকলে উপস্থাপিত দলিলাদির ভিত্তিতে "অডিট সম্পন্ন হয়েছে (হালনাগাদ) এবং কোন দাবীনামা নেই" মর্মে একটি নিরীক্ষা সার-সংক্ষেপ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বরাবরে প্রেরণ করা হবে। ইহা নিরীক্ষা শাখা হতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হবে।

(৩) হালনাগাদ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের একটি তালিকা গার্মেন্টস বন্ড অডিট বিভাগ হতে বিজিএমইএ-কে সরবরাহ করা হবে।

০৬। আলোচ্য বিষয়ঃ

<u>ইউপিজেড হতে কুইলটিং করার জন্য পোষাক শিল্প প্রতিষ্ঠানকে আন্তঃবন্ড প্রদান অনুমোদন দেয়া</u>।

আলোচনাঃ অনেক পোষাক শিল্প প্রতিষ্ঠান ইপিজেড হতে কুইলটিং করার জন্য আন্তঃবন্ডের অনুমোদন চেয়ে থাকে। জ্যাকেটের জন্য কুইলটিং করা জরুরী। উল্লেখ্য যে, জ্যাকেটে Value Addition বেশী। কুইলটিং করার জন্য ডিইপিজেড/সিইপিজেড এ ফেব্রিক্স স্থানান্তরের জন্য আন্তঃবন্ড বিজিএমইএ কর্তৃক অনুমোদন প্রদান করার প্রস্তাব করা হয়।

সিদ্ধান্তঃ EPZ বন্ড কমিশনারেটের Jurisdiction নয়; সুতরাং এ বিষয়ে BGMEA-NBR এর সাথে আলোচনা করতে পারেন। তবে আন্তঃবন্ড স্থানান্তর প্রচলিত বিধান অনুযায়ী অতিরিক্ত/যুগ্ম কমিশনার পর্যায়ে নিষ্পত্তি করা হবে।

০৭। আলোচ্য বিষয়ঃ

গ্রে-কাপড়, নীট কাপড় ও সাদা কাপড় প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য আন্তঃবন্ড স্থানান্তর অনুমোদন।

আলোচনাঃ আমদানী নীতিতে গ্রে-কাপড়, নীট কাপড় ও সাদা কাপড় বিভিন্ন ডাইং এবং প্রিন্টিং বা প্রসেসিং প্ল্যান্টে প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য স্থানান্তর করার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। বিজিএমইএ কর্তৃক ইহা অনুমোদন প্রদান করার বিষয়ে ছাড়পত্র প্রদানের অনুমতির প্রস্তাব করা হয়। এ বিষয়ে আরও পর্যালোচনা প্রয়োজন মর্মে সবাই একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত: বিষয়টির পর্যালোচনা করা হবে এবং এ ব্যাপারে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

০৮। আলোচ্য বিষয়ঃ

দাবীনামা জারী ও পরিশোধ প্রসংগে।

আলোচনাঃ বাৎসরিক পরিদর্শন শেষে ডিমান্ড জারী করা হয়। সমন্বয় ব্যতীত জেনারেল বন্ড জারী করা হচ্ছে না, কিস্তি অনুমোদনের পর জেনারেল বন্ড জারী হতে পারে।

সিদ্ধান্তঃ মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্যের ক্ষেত্রে বোর্ডের নির্দেশানুসারে কিস্তির সুবিধা দেয়া হবে এবং হালনাগাদ নিরীক্ষা থাকলে জেনারেল বন্ড গ্রহণ করা যাবে।

০৯। আলোচ্য বিষয়ঃ

চট্টগ্রামস্থ কতিপয় পোশাক শিল্প কারখানার কম্পিউটার জেনারেটেড বন্ড লাইসেন্স প্রদান।

আলোচনাঃ চট্টগ্রামস্থ ২৮টি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের বরাবরে কম্পিউটার জেনারেটেড বন্ড লাইসেন্স নাম্বার জারী করা হয়নি। এ ব্যাপারে বন্ড কমিশনারেটে পত্র দেয়া হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্ড কমিশনারেট হতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে কম্পিউটার জেনারেটেড বন্ড লাইসেন্স নাম্বার জারী করা।

সিদ্ধান্তঃ Data Sheet থাকলে লাইসেন্স নাম্বার দেয়া হবে।

১০। আলোচ্য বিষয়ঃ

কম্পোজিট নিট গার্মেন্টস সমূহের বন্ড লাইসেন্স স্বয়ংক্রিয়ভাবে নবায়ন।

আলোচনাঃ কম্পোজিট নীট গার্মেন্টসসমূহের বন্ড লাইসেন্স স্বয়ংক্রিয়ভাবে নবায়ন সত্ত্বেও কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম কর্তৃক কাঁচামাল খালাসে আপত্তি জানাচ্ছে। তাদের মতে এদের ক্ষেত্রে আমদানী প্রাপ্যতা বেঁধে দেয়া রয়েছে যা পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য নয়। আরও বলা হয় যে, শতভাগ রপ্তানীমূখী পোষাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য জেনারেল বন্ডের আওতায় কাঁচামাল খালাসের সুবিধা দেয়া হয়েছে যা এদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কম্পোজিট নীট গার্মেন্টসসমূহও শতভাগ রপ্তানীমূখী পোষাক শিল্প প্রতিষ্ঠান। অতএব, কম্পোজিট ইউনিটের বন্ড লাইসেন্স স্বয়ংক্রিয়ভাবে নবায়িত হলে বার্ষিক নবায়নের জন্য আপত্তি জানানো সংগত নয়। বিষয়টি স্পষ্টীকরণ করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্তঃ কম্পোজিট নীট গার্মেন্টসসমূহের নবায়ন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিজিএমইএ হতে সম্পন্ন বলে গণ্য হবে এবং তিন মাসের মধ্যে নিরীক্ষা সম্পন্ন করিয়ে নিতে হবে এই শর্তে নতুন আমদানী প্রাপ্যতা শীট জারী না হওয়া পর্যন্ত তিন মাসের জন্য "আনুপাতিক" হারে আমদানী প্রাপ্যতা দিয়ে কম্পোজিট নিট গার্মেন্টস শিল্পসমূহকে প্রত্যয়নপত্র দেয়া হবে।

১১। আলোচ্য বিষয়ঃ

<u>অডিটের ফরমেট সহজীকরণঃ</u>

আলোচনাঃ গত ১৪.০২.২০০৪ ইং তারিখের সভার কার্যবিবরণী যা ০৫.০৪.২০০৪ ইং তারিখে জারী করা হয়। ঐ কার্যবিবরণীতে সহজীকরণকৃত দলিলাদির তালিকা, অডিটের ফরমেট, বন্ডারের ঘোষণাপত্র ইত্যাদি বিষয়ে বিজিএমইএ এর কতিপয় প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত না হওয়া। পরিশিষ্ট 'খ' ও 'গ' তে দাখিলতব্য কতিপয় কাগজপত্র বাদ দেয়া বা সংশোধন করা। পরিশিষ্ট 'ঘ' তে প্রদত্ত ফরমেট পরিবর্তন করে পূর্বের ফরমেটের সংগে একটি নতুন ঘর সন্নিবেশিত করা যাতে এক্সেসরিজের বিবরণ ও পরিমাণ বিবৃত করা যায়। উপরোক্ত বিষয়ে বিজিএমইএ হতে পৃথক পত্র নং-বিজিএ/কাস/২০০৪/৪৯৪৯ তারিখঃ ২৯.০৫.২০০৪ প্রেরণ করা হয়।

সিদ্ধান্তঃ বিষয়টি নিয়ে কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটের যুগ্ম কমিশনার-১ ও অতিরিক্ত কমিশনার এর সাথে আলোচনাপূর্বক বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দ নিষ্পত্তি করবেন।

১২(ক)। আলোচ্য বিষয়:

<u>কাটিং কেবলমাত্র উচ্চ মূল্যের ফেব্রিক্স বা Sensitive Fabrics এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা</u>।

আলোচনাঃ বিভিন্ন শুল্ক বন্দর/স্টেশন দ্বারা আমদানীকৃত বিভিন্ন ধরণের কাপড়ের জন্য সংশ্লিষ্ট শুল্ক বন্দর/স্টেশন থেকে Fabrics এর Cutting তদারকীর জন্য কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটকে অনুরোধ করে পত্র দেয়া হয়ে থাকে। প্রাপ্ত পত্রসমূহের আলোকে কেবলমাত্র উচ্চ মূল্যের ফেব্রিক্স এবং এবং Sensitive Fabrics এর ক্ষেত্রেই কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট হতে Cutting তদারকীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত কেবলমাত্র উচ্চমূল্যের ফেব্রিক্স এবং Sensitive Fabrics এর মধ্যে Cutting তদারকী সীমাবদ্ধ রাখা হবে।

১৩। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ এনায়েত হোসেন)
কমিশনার
ফোন ঃ ৯৩৪৭০০০